কোভিড ১৯ মানবিক সংকটে গার্মেন্টস শ্রমিকদের সহায়তা করা ব্র্যান্ডদের দায়িত্ব

এপ্রিল ২০২০

১. কোভিড ১৯ এর কারণে গার্মেন্টস শ্রমিকদের মানবিক সংকট

অতিমারি কোভিড ১৯ বিশ্বজনীন ও ব্যাপক। এশিয়ার গার্মেন্টস শ্রমিকরা, যারা পৃথিবীর পরিধেয় বস্ত্র উৎপাদন করে, অতিমারিতে তাদের অবস্থা শোচনীয়। এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ে গার্মেন্টস শ্রমিকরা টিকে রয়েছেন দারিদ্র্য আর কোভিড সংক্রমণের ঝুঁকি নিয়ে। এই শ্রমিকরা লাভজনক বিশ্ব ফ্যাশন শিল্পে সারা বছর কাজ করেন অথচ তারা বেঁচে থাকেন দারিদ্র্য নিয়ে। এই সংকটে তাদের পাশে দাঁড়ানো ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করা ব্র্যান্ডগুলির নৈতিক কর্তব্য।

এশিয়ান ফ্লোর ওয়েজ অ্যালায়েন্স (AFWA) এশিয়ার গার্মেন্টস প্রস্তুতকারক দেশগুলির শ্রমিক সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়নগুলির সাথে ক্রমাগত কাজ করে চলেছে, যার ফলে শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই সংকটের মাত্রা কতদূর তা সহজেই বুঝতে পারে। আমরা জানি এই সংকটের গভীরতা। শ্রমিকদের পরিবার আজ ক্ষুধার্ত, গৃহহীন। আর যারা অসুস্থ, তাদের চিকিৎসার সুযোগের স্বল্পতা। শ্রমিকদের অনেকেই পরিযায়, তাদের কাছে সহায়তা পৌঁছায় না।

তাই, এই শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজন বহুমুখী এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও হস্তক্ষেপের। বিভিন্ন দেশের শ্রমিকরা ও ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই সংকটকে মোকাবিলার জন্য দাবিপত্র তৈরি করেছে।

২. গার্মেন্টস শ্রমিকদের মানবিক সংকটে ব্র্যান্ডদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

গার্মেন্টস শ্রমিকদের দ্বারা উৎপাদিত হয় বিশ্বের ফ্যাশন সামগ্রী। বিশ্বজোড়া এই শিল্পের শ্রমিকদের কল্যাণ ও সুরক্ষা নির্ধারণ ও প্রদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে ফ্যাশনশিল্পের ব্র্যান্ডদের আর রিটেলারদের। একই সাথে এই দায়িত্ব বর্তায় সরকার আর সাপ্লায়ার কারখানাগুলোর ওপরেও। বর্তমানে এই শিল্পের পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় (Supply Chain) যুক্ত আছেন চার কোটি শ্রমিক, যার মধ্যে ৬০% এশিয়ায়। তারা যে কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিনযাপন করছেন, তা থেকে তাদের বাইরে আনা ব্র্যান্ডদের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য।

পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি ব্র্যান্ডদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এক দীর্ঘদিনের বিষয় এবং বহুমাত্রিক। ব্র্যান্ডগুলিই হচ্ছে আসলে মালিক এবং বিশ্বে এই শিল্পের পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে ব্র্যান্ডগুলিই। এই সাপ্লাই চেইনগুলি খুব কম দামে উৎপাদন করে এবং ব্র্যান্ডদের দেওয়া সময়সীমার মধ্যে তাদেরকে উৎপাদন সম্পন্ন করতে হয়। ফলে, ব্র্যান্ডদের কোন দায়-দায়িত্ব বা ঝুঁকি নিতে হয় না। সাধারণভাবে কোন রাষ্ট্রের আয়ত্তে থাকলে ব্র্যান্ডদের এই দায়িত্ব নিতে হত। ব্র্যান্ডরা এই দায়িত্ব ও ঝুঁকি চালান করে দিতে পারে পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার উপরে। এতদসত্ত্বেও, আমরা দেখছি যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন, OECD এবং শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষ থেকে আওয়াজ উঠেছে যে ব্র্যান্ডদের পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার দায়-দায়িত্ব ও ঝুঁকি নিতে হবে।

বর্তমান সংকটের সময়ে আমাদের কাছে পরিস্কার যে বিশ্ব পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার সংস্কার প্রয়োজন। সাথে সাথে পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার দায়-দায়িত্ব ও ঝুঁকি ব্র্যান্ডদের গ্রহণ করতে হবে।

২৩শে মার্চ, ২০২০ এশিয়ান ফ্লোর ওয়েজ অ্যালায়েন্স এক লিখিত বিবৃতিতে বলেছিল গার্মেন্টস শ্রমিকদের উপরে কোভিড ১৯ এর প্রভাবের ফলে যে মানবিক সংকট তৈরি হয়েছে, ব্র্যান্ডদের পক্ষ থেকে তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে দ্রুত নির্দিষ্ট ত্রাণের (Relief) ব্যবস্থা করা উচিত। এই মুহূর্তে আমাদের দাবি কি তার বিস্তারিত প্রস্তাব দেওয়া হল।

৩. এই মুহূর্তে ত্রাণ সহায়তা হিসেবে পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার শ্রমিকদের জন্য ব্র্যান্ডগুলিকে মোট বার্ষিক সোর্সিং (Total Annual Sourcing) এর ২% এই খাতে খরচ করতে হবে

তাৎক্ষণিক কারণে এশিয়ান ফ্লোর ওয়েজ অ্যালায়েন্সের প্রস্তাব যে বিভিন্ন কারণে সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের ফলে (যেমন কোয়ারান্টাইন, অর্ডার বাতিল, প্রভৃতি) শ্রমিকদের মজুরির যে ক্ষতি হয়েছে সে বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। বর্তমানে পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার কাঠামোয় সরকার আর সাপ্লায়ারদের প্রচেষ্টাকে ব্র্যান্ডদের সমর্থন করতে হবে এবং দায়িত্ব নিতে হবে। বিশ্বজোড়া ব্যবসা করা এই ব্র্যান্ডগুলির মুনাফা সর্বোচ্চ আর ঝুঁকি ন্যূনতম।

এশিয়ান ফ্লোর ওয়েজ অ্যালায়েন্স আরো প্রস্তাব করছে যে কোভিড ১৯ এর কারণে মানবিক সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার শ্রমিকদের (যাদের মধ্যে অধিকাংশই নারী) দুর্ভোগকে আংশিক প্রশমিত করার জন্য ব্র্যান্ডরা এককালীন ত্রাণ সহায়তার (Supply Chain Relief Contribution বা SRC) ব্যবস্থা করুক।

এশিয়ান ফ্লোর ওয়েজ অ্যালায়েন্স এই এককালীন সহায়তার জন্য এমন এক পদ্ধতির কথা বলছে, যা নির্ভর করবে ব্র্যান্ডদের মোট ব্যবসার পরিমাণ ও এশিয়ার সাপ্লায়ার কারখানাগুলোর টার্নওভারের শতাংশের হিসেবে।

জুন ২০২০ অবধি গড়ে শ্রমিকদের মজুরি নষ্ট হয়েছে ৬০ দিনের। এই হিসেব ধরে আমাদের প্রস্তাব যে সাপ্লায়ার কারখানাগুলির প্রতিটি শ্রমিকদের জন্য ব্র্যান্ডদের এককালীন ত্রাণ সহায়তা (SRC) করা উচিত যা তাদের দায়িত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক কার্যক্রমের মধ্যে পড়ে।

শ্রমিকদের মজুরির বর্তমান তথ্য অনুযায়ী আমাদের প্রস্তাব ব্র্যান্ডগুলি বিগত ১২ মাসে তারা যে মোট পরিমাণ সোর্সিং করেছে, তার ২% ত্রাণ সহায়তা (SRC) করুক। এই ত্রাণ সহায়তার এমন এক কাঠামো হোক যেখানে সহায়তা ব্র্যান্ডদের কাছ থেকে সাপ্লায়ারের কাছে যাবে এবং সরাসরি শ্রমিকদের কাছে তা পৌঁছাবে। কোভিড ১৯-র কারণে যে কঠিন সমস্যার মুখে পড়েছেন শ্রমিকরা, ব্র্যান্ডগুলি তাদের সাপ্লায়ার কারখানাগুলিতে এই সহায়তা দিলে প্রত্যেক শ্রমিক তাদের সমস্যার ন্যূনতম অথচ গুরুত্বপূর্ণ সমাধান করতে পারবে।

এশিয়ান ফ্লোর ওয়েজ অ্যালায়েন্স বিশ্বের শ্রমিক সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠনসমূহ ও সাপ্লায়ারদের দাবির প্রতি সমর্থন জানায়। তাদের দাবি হল – ব্র্যান্ডরা তাদের কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতার প্রতি যেন সম্মান জানায় এবং সাপ্লায়ারদের অর্ডার দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের প্রতিশ্রুতি যেন ভঙ্গ না করে। SRC ত্রাণ সহায়তা মাত্র। তা প্রতিস্থাপন করতে পারবে না ব্র্যান্ডদের কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতাকে। যেকোনভাবেই অর্ডার বাতিল করা যাবে না, বর্তমান ও দেয় অর্ডারের জন্য অর্থের পরিমাণ কমানো যাবে না। ত্রাণ সহায়তা দেওয়ার নামে হকের পাওনা দেওয়া বন্ধ করা যাবে না।

৪. ব্র্যান্ডগুলির সহায়তা শ্রমিকদের কাছে পৌঁছনো নিশ্চিত করা

বহু সরকার এই সময়ে ব্যবসায়িক স্বার্থ ও জনসাধারণের স্বার্থ উভয়কে মাথায় রেখে নীতি নির্ধারণ ও আইনগত প্রক্রিয়া তৈরি করছে। এই সংকটের মোকাবিলা করবার জন্য আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থাগুলোর সহায়তার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এশিয়ান ফ্লোর ওয়েজ অ্যালায়েন্স আগামী সময়ে গার্মেন্টস উৎপাদক এশিয়ার দেশগুলোর সরকার ও সাপ্লায়ারদের কর্তব্য ও বাধ্যবাধকতার ওপর নজর রাখছে।

আমরা ব্র্যান্ডদের কাছে আবেদন রাখছি যে এককালীন ত্রাণ সহায়তা (SRC), যা আমরা ইতিমধ্যে সংজ্ঞায়িত করেছি, তার পথে তারা অগ্রসর হোক যা এই সময়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এর ফলে বহু দেশের শ্রমিকরা তাদের আর্থিক অপ্রতুলতা অতিক্রম করতে পারবে।

এই সংকটের সময়ে উন্মোচিত হয়েছে ফ্যাশন ব্র্যান্ড দ্বারা পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় অসাম্য। এশিয়ান ফ্লোর ওয়েজ অ্যালায়েন্স প্রস্তাব করছে প্রতিটি ব্র্যান্ড

- অবিলম্বে এককালীন ত্রাণ সহায়তা (SRC)র ঘোষণা করতে হবে, যা হবে বিগত ১২ মাসের মোট সোর্সিং (Total Annual Sourcing) এর ২% এবং তা দিতে হবে সাপ্লায়ার কারখানাগুলোর শ্রমিকদের।
- AFWA ও প্রতি দেশের তার সদস্য ইউনিয়নের ও অ্যালায়েন্সের সাথে যুক্ত হোন, সাপ্লায়ারদের সাথে একত্রে কাজ করে যাতে এককালীন ত্রাণ সহায়তা (SRC) প্রতিটি উপযুক্ত শ্রমিকদের কাছে পৌঁছনো যায়।

নিম্নলিখিত ইউনিয়নগুলো এতে সম্মতি দিয়েছে

Cambodian Alliance of Trade Unions (CATU)
Coalition of Cambodian Apparel Workers' Democratic Union (CCAWDU)
Garment Labour Union (GLU), India
Karnataka Garment Workers Union (KOOGU), India
Garment and Allied Workers Union (GAWU), India
Hosiery Workers Unity Centre (HWUC), India
Mill Mazdoor Panchayat (MMP), India
Tamil Nadu Textile and Common Labour Union (TTCU), India
Serikat Pekerja Nasional (SPN), Indonesia
Federasi Serikat Buruh Garmen, Kerajinan, Teksil, Kulit dan Sentra Industri (FSB Garteks), Indonesia
Gabungan Serikat Buruh Indonesia(GSBI)
Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI)
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI 92)
National Trade Union Federation (NTUF), Pakistan
The Ceylon Mercantile, Industrial and General Workers' Union (CMU), Sri Lanka
Textile, Garment and Clothing Workers Union (TGCWU), Sri Lanka
Dabindu Collective Union, Sri Lanka
National Union of Seafarers of Sri Lanka (NUSS)
United Labour Federation (ULF) Sri Lanka